প্রতারক সাহেদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দাবি রাষ্ট্রপক্ষের

করোনাভাইরাস টেস্ট নিয়ে প্রতারণার হোতা রিজেন্ট হাসপাতাল ও রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. সাহেদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের মামলায় সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের দাবি করেছে রাষ্ট্রপক্ষ।

বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েশের আদালতে রাষ্ট্রপক্ষের যুক্তি উপস্থাপন শেষ করে এ দাবি করেন ঢাকা মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) আব্দুল্লাহ আবু।

রাষ্ট্রপক্ষের যুক্তি উপস্থাপন শেষে সাহেদের আইনজীবী যুক্তি উপস্থাপন শুরু করেন। এ দিন সাহেদের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন শেষ না হওয়ায় রোববার পরবর্তী দিন ধার্য করেন আদালত।

পাবলিক প্রসিকিউটর আব্দুল্লাহ আবু গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে বুধবার অস্ত্র মামলায় নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ দাবি করে ন্যায়বিচার চেয়েছেন সাহেদ। এই আদালতকেই সাহেদ আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন, আমার কাছ থেকে কোনো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়নি। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমি আদালতের কাছে ন্যায়বিচার চাই।

এ মামলায় ১১ জন সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ করা হয়েছে।এর আগে গত ২৭ আগস্ট ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েশ সাহেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন।

গত ৩০ জুলাই ঢাকা চিফ ম্যাট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের পরিদর্শক মো. শায়রুল আসামি সাহেদের বিরুদ্ধে এ মামলায় চার্জশিট দাখিল করেন।

গত ১৫ জুলাই সাতক্ষীরার দেবহাটা সীমান্ত থেকে অবৈধ অস্ত্রসহ সাহেদকে গ্রেফতার করে র্যাব। তার বিরুদ্ধে দেবহাটা থানায় অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গ্রেফতারের পরই তাকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়।

গত ৬ জুলাই র্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট

সারোয়ার আলমের নেতৃত্বে রিজেন্ট হাসপাতালের উত্তরা ও মিরপুর কার্যালয়ে অভিযান চালানো হয়। পরীক্ষা ছাড়াই করোনার সনদ দিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা ও অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ছিল এই হাসপাতালের বিরুদ্ধে।

র্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত অন্তত ছয় হাজার ভুয়া করোনা পরীক্ষার সনদ পাওয়ার প্রমাণ পায়। একদিন পর গত ৭ জুলাই স্বাস্থ্য অধিদফতরের নির্দেশে র্যাব রিজেন্ট হাসপাতাল ও তার মূল কার্যালয় সিলগালা করে দেয়। রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান সাহেদসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে ওই দিনই উত্তরা পশ্চিম থানায় নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়।

২৭ আগস্ট ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েশ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন।

সূত্র- যুগান্তর

মার্চ পর্যন্ত ৩০ টাকা দরে পেঁয়াজ বিক্রি করবে টিসিবি

দেশে বর্তমানে প্রায় ছয় লাখ টন পেঁয়াজ মজুদ রয়েছে। ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) মাধ্যমে আরও পেঁয়াজ আমদানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৩০ টাকা কেজি দরে আগামী বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত দেশব্যাপী খোলাবাজারে পেঁয়াজ বিক্রি করবে টিসিবি।

বুধবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে দেশের বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহ নিশ্চিত করার বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি হচ্ছে। টিসিবির মাধ্যমে বিপুল পেঁয়াজ আমদানি করা হচ্ছে। পেঁয়াজ ব্যবহারে সাশ্রয়ী ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত পেঁয়াজ না কেনার জন্যও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দেশবাসীর প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে।

ভারত থেকে এলসির মাধ্যমে কেনা পেঁয়াজ যেগুলো সীমান্ত পার হওয়ার অপেক্ষায় আছে, সেগুলো দু-একদিনের মধ্যে বাংলাদেশে প্রবেশ করবে বলে জানা গেছে। তুরস্ক ও মিসর থেকে টিসিবির মাধ্যমে পেঁয়াজ আমদানি করা হচ্ছে। অল্পদিনের মধ্যে এগুলো দেশে পৌঁছাবে।

করোনার মধ্যেই পাট রফতানি বেড়েছে

দেশে করোনা ভাইরাস মহামারির মধ্যে রেমিট্যান্স আসার ক্ষেত্রে রেকর্ড হয়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে রফতানি খাতও। ২০২০-২১ অর্থবছরে গত কয়েক মাসে পাট ও পাটজাত দ্রব্য রফতানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও গত দুই মাসে পাট খাত থেকে রফতানি আয় বড় আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

চলতি অর্থবছরের জুলাই-আগস্ট মাসে বাংলাদেশ পাট ও পাটজাত পণ্য থেকে ১৯৫.৪ মিলিয়ন ডলার এনেছে। এই সংখ্যাটি এক বছর আগের এই সময়ের চেয়ে ৫০ শতাংশ বেশি।

গত অর্থবছরে ৮৮২ দশমিক ৩ মিলিয়ন ডলারে পণ্য রফতানি করে সংকটে পড়া চামড়া খাতকে পেছনে ফেলে তৈরি পোশাকের পরের স্থান দখল করে নিয়েছে পাট খাত। গত অর্থ বছরে চামড়া রফতানি হয়েছিল ৭৯৭ দশমিক ৬ মিলিয়ন ডলারের।

করোনা ভাইরাসের কারণে গেল অর্থবছরে তৈরি পোশাকসহ বড় সব খাতের রফতানি আয়ে ধস নামলেও পাট ও পাটজাত পণ্যের রফতানি আয়ে বরাবরই দেখা গেছে উল্টো চিত্র।

রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) সূত্রে জানা গেছে, ২০২০-২১ অর্থবছরের জুলাই-আগস্ট মাসে বিভিন্ন পণ্য রফতানি করে বাংলাদেশ ৬ দশমিক ৮৭ বিলিয়ন ডলার আয় করেছে। এর মধ্যে ১৯৫ দশমিক ৪ মিলিয়ন ডলার এসেছে পাট ও পাট পণ্য রফতানি করে।

বাংলাদেশ পাট স্পিনারস অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি শহীদুল করিম বলেন, করোনা মহামারির মধ্যে গত দুই মাসে পাট রফতানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য থেকে রফতানি আয়ও বাড়ছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ভারতীয় সেনাদের মন ভাঙতে সীমান্তে লাউডস্পিকারে গান বাজাচ্ছে চীন

গত কয়েক মাস ধরে লাদাখে চীনের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে সংঘাত চলছে ভারতের। এবার সেই লাদাখেই লাউডস্পিকার দিয়ে ভারতীয় সেনাদের পাঞ্জাবি গান শোনাচ্ছে চীনের সেনারা। খবর হিন্দুস্তান টাইমস ও জিনিউজের।

বলা হচ্ছে, ভারতীয় সেনাদের মনোবল ভাঙতেই চীনের পক্ষ থেকে এমনটি করা হচ্ছে। ভারতে এক সাবেক সেনাপ্রধানের জানায়, ষাটের দশকেও এমন পন্থা অবলম্বন করেছিল চীন। এদিকে, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কোনো ভাবেই চীনের সঙ্গে খারাপ সম্পর্ক চাইছে না তারা।

লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় গত ১৫ জুন চীন ও ভারতীয় সেনাদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। ওই ঘটনায় ভারতের ২০ জন সেনা নিহত হয়। এরপরেও লাদাখ সীমান্তে ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে চীনের সেনাদের একাধিক বার সংঘর্ষ হয়েছে।
বিডি-প্রতিদিন

নিজেসহ ৫০০ কর্মকর্তাকে বেতনছাড়া ছুটি নেওয়ার নির্দেশ নিউইয়র্ক মেয়রের

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের মেয়র বিল ডি ব্লাসিও নিজেকে এবং প্রায় ৫০০ কর্মচারীকে এক সপ্তাহের জন্য বেতনছাড়া ছুটি দিয়েছেন। মহামারী করোনাভাইরাসের কারণে যে বাজেট ঘাটতি তৈরি হয়েছে তা পূরণে তিনি এ ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ নিয়েছেন।

সিটি হলে মেয়রের অফিসের সবাই অক্টোবর থেকে ২০২১ সালের মার্চের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ে এক সপ্তাহ বেতনছাড়া ছুটিতে থাকবেন। বুধবার এ ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

নিউ ইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, এতে ভুক্তভোগী হবেন মোট ৪৯৫ কর্মচারী।
মহামারী করোনাভাইরাসের কারণে অর্থনৈতিক অচলাবস্থা চলতে থাকায় ৯ বিলিয়ন ডলার রাজস্ব হারিয়েছে নগর কর্তৃপক্ষ। এতে বার্ষিক বাজেটের ৭ বিলিয়ন ডলার কর্তন করতে হয়েছে।

মেয়র ডি ব্লাসিও বলেছেন, সপ্তাহ দীর্ঘ বেতন ছাড়া ছুটির কারণে ১ মিলিয়ন ডলার বাঁচবে। আমি হালকাভাবে এ সিদ্ধান্ত নিইনি। যারা ভুক্তভোগী হবেন তাদের এবং তাদের পরিবারের জন্য এ সিদ্ধান্ত কষ্টদায়ক। কিন্তু ইতিহাসের এই মুহূর্তে এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত।

বেতন ছাড়া ছুটি যাওয়ার সিদ্ধান্তের পাশাপাশি এ বছর মেয়রের কার্যালয়ের বাজের আকারও ছোট হচ্ছে, যা আগের বাজেটের তুলনায় ১২ শতাংশ কম।

সূত্র: স্কাই নিউজ

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গত বছর ডিসেম্বরে বোয়িংয়ের একটি বিমান ডেলিভারি আনতে মন্ত্রণালয় ও বিমানের ৪৫ কর্মকর্তা যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটলে গিয়েছিলেন। এর আগে একটি ক্যামেরা কিনতে তিনজনের বিদেশ যাওয়ার ঘটনায়ও সমালোচনা হয়েছিল।

এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে নতুন সড়ক নির্মাণের প্রশিক্ষণ নিতে, দেশের সব কারাগারে স্বজন লিংক স্থাপনে অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা ও আর্জেন্টিনা সফর, আলু চাষ দেখতে ইউরোপ, লিফট দেখতে কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের আট শিক্ষক ও কর্মকর্তার সুইজারল্যান্ড ও স্পেন এবং ফ্ল্যাট দেখতে থাইল্যান্ড-সিঙ্গাপুর যাওয়ার খবর সংবাদমাধ্যমে এসছে। এ নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। সরকার হয়েছে বিব্রত।

প্রকল্প করে প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতার নামে বিদেশ ভ্রমণের বিষয়ে জানতে চাইলে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)- এর নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, ‘প্রকল্প বাস্তবায়ন দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণকে সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের উপায় হিসেবে দেখা হয়। এটিই এখন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে অবাস্তব প্রশিক্ষণের নামে বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। এমন অবাস্তব প্রস্তাব কোনোভাবেই গ্রহণ করা উচিত নয়। সরকারের উচিত হবে এটি বাতিল করা।

যারা এমন অবাস্তব প্রস্তাব দেয় তাদের জবাবদিহির আওতায় আনা।’ তিনি বলেন, ‘প্রকল্প বাস্তবায়নে যদি সত্যিকার অর্থে জ্ঞানের ঘাটতি থাকে তবে সে ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হতে পারে। তবে এটি বাস্তবসম্মত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। যাদের প্রশিক্ষণে পাঠানো হবে তারা যেন প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, যাদের বিদেশে প্রশিক্ষণে পাঠানো হয় তারা প্রকল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে না। অথবা অনেকের প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে আসার পর বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ততা থাকে না।’

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন, ‘সম্প্রতি এমন অবাস্তব বেশ কিছু প্রশিক্ষণ প্রস্তাব পুরো দেশবাসীকে বিব্রত করেছে। অনিয়ম, দুর্নীতি কী ধরনের হয় তার প্রকারভেদ জানার জন্য বিশ্ববাসীকে বাংলাদেশে আসা উচিত বলে আমি মনে করি।’ তিনি আরও বলেন, ‘বাংলাদেশে মিড ডে মিল কীভাবে তৈরি করতে হবে তার প্রশিক্ষণ নিতে কর্মকর্তা- কর্মচারীদের বিদেশ যেতে হবে এটা হাস্যকর ও অবাস্তব প্রস্তাব। এটা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।’

পুরো ব্যবস্থাপনা দেখতেই প্রশিক্ষণ প্রস্তাব করা হয়েছে: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. আকরাম-আল-হোসেন গতকাল সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বলেন, ‘খিচুড়ি রান্না শিখতে নয়, পুরো ব্যবস্থাপনা দেখতেই কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রস্তাব করা হয়েছে।’

সচিব বলেন, ‘প্রকল্পটি এখনো অনুমোদন হয়নি। পিইসি মিটিংয়ে আমাদের কাছে কিছু বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে। আমরা জবাব দেব। জবাবে তারা সন্তুষ্ট হলে প্রস্তাবটি একনেকে উত্থাপন হবে।’ তিনি বলেন, ‘মন্ত্রিসভায় স্কুল ফিডিং পলিসি অনুমোদিত হয়েছে। এ পলিসির ভিত্তিতে ১৯ হাজার ২৯৬ কোটি টাকার একটি প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনে দাখিল করেছি। ৬৫ হাজার ৬২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ কোটি ৪০ লাখ শিক্ষার্থীর জন্য মিড ডে মিল চালু করতে হবে।

কীভাবে ম্যানেজ করব? সে ম্যানেজমেন্ট দেখার জন্য আসলে যেসব উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে এ ব্যবস্থা চালু আছে সে ব্যবস্থা দেখার জন্য এবং দেশে-বিদেশে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য একটি কমপোনেন্ট রয়েছে সক্ষমতা অর্জনের জন্য। খিচুড়ি রান্না করার জন্য আমরা কোনো কর্মকর্তা বা আমরা বিদেশে যাচ্ছি না।’

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

গরীব মানুষকে হাত ধোয়া শেখাবে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, খরচ ৪০ কোটি টাকা!

গরীব মানুষকে হাত ধোয়া শেখাবে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। আর তাতে খরচ হবে ৪০ কোটি টাকা। আবার পাঁচ বছরে মাত্র ৯ জনের বেতন ভাতা ৩ কোটি টাকা, আছে বিদেশ ভ্রমণ, সেখানেও লাগবে ৫ কোটি টাকা। এমনই হরিলুটের আয়োজন ‘গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি’ প্রকল্পের ডিপিপি’তে।প্রকল্পের ১ হাজার ৮৮৩ কোটি টাকার প্রায় পুরোটাই অর্থায়ন করবে বিশ্বব্যাংক।

শুধু গোপালগঞ্জের জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিতে আলাদা একটি প্রকল্প প্রস্তাব রয়েছে পরিকল্পনা কমিশনে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

সংকট নিরসনে সমুদ্রপথে আসছে পিয়াজ

ভারত বাংলাদেশে পিয়াজ রপ্তানি বন্ধ ঘোষণা করার পর পিয়াজের বাজারে এক অস্তিরতা বিরাজ করছে। গতকাল সকাল থেকে প্রায় দ্বিগুণ দামে বিক্রি হচ্ছে পিয়াজ। খুচরা বাজারে পিয়াজ ৯০-১০০ টাকায় বিক্রি হলেও পাড়া-মহল্লায় সেটা ১১০-১২০ টাকা।

অথচ সোমবার দেশি পিয়াজের কেজি ছিল ৬০ থেকে ৬৫ টাকা এবং আমদানি করা পিয়াজের কেজি ছিল ৫০ থেকে ৫৫ টাকা।

পিয়াজের বাড়তি দামে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ক্রেতা ও বিক্রেতারা। ক্রেতাদের অভিযোগ, বাজারে পিয়াজের সংকট না থাকলেও ইচ্ছে করেই দাম বাড়ানো হয়েছে। তবে বিক্রেতাদের দাবি, বাজারে পিয়াজের সংকটে দাম বেড়েছে।

এদিকে দেশে পিয়াজের বাজারে সরবরাহ সংকটের বিষয়টি আঁচ করতে পেরে সেপ্টেম্বর শুরু থেকেই মিসর, চীন, তুরস্ক, মিয়ানমার ও পাকিস্তান থেকে পিয়াজ আমদানি করছেন ব্যবসায়ীরা।

এ জন্য সরকারের কৃষি বিভাগের উদ্ভিদ সংগনিরোধ বা কোয়ারেন্টিন দপ্তর থেকে গত সোমবার পর্যন্ত ৯ হাজার টন পিয়াজ আমদানির অনুমতি (আইপি) সনদ নিয়েছেন তারা। মঙ্গলবার এক দিনেই আরো ১০ হাজার ৭৪২ টন আমদানির অনুমতি নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আসছে মিয়ানমার ও পাকিস্তান থেকে। আর সব পিয়াজের চালান দেশে আসবে সমুদ্রপথে।

চট্টগ্রাম থেকে সবচেয়ে বেশি ৩ হাজার টন পিয়াজ আমদানির অনুমতি নেওয়া ট্রেড ইমপেক্সের ফারুক আহমদ বলেন, ‘অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে

আমি চালানটি আনার চেষ্টা করছি। অনুমতি নেওয়ার এক দিন পর ব্যাংক থেকে ঋণপত্র খুলেছি। জাহাজীকরণের পর চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছাতে ১৪ দিন লাগবে। পাকিস্তান ও চীন দুই দেশ থেকেই বিভিন্ন চালানে পিয়াজ আসবে। জাহাজে তোলার পর বলতে পারব কখন চালানটি দেশে পৌঁছাবে।’

গত বছরও ভারত হুট করে পিয়াজ রপ্তানি বন্ধ ঘোষণা করেছিল। এতে বাংলাদেশে পিয়াজের দাম বেড়েছিল হু হু করে। সেসময় খুচরা বাজারে রেকর্ড ৩০০ টাকা কেজি দরে পিয়াজ বিক্রি হয়েছে। এবার পিয়াজ রপ্তানি বন্ধ ঘোষণার পরপরই দেশের খুচরা বাজারে দাম বাড়তে শুরু করেছে।

টঙ্গীর স্টিল কারখানার দগ্ধ আরেক শ্রমিকের মৃত্যু

গাজীপুরের টঙ্গীতে স্টিল কারখানায় উত্তপ্ত তরল লোহা ছিটকে দগ্ধ পাঁচ শ্রমিকের মধ্যে আরও একজন মারা গেছেন। এ নিয়ে ওই দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হলো।

সোমবার সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের শেখ হাসিনা বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই শ্রমিক মারা যান।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শেখ হাসিনা বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইন্সটিটিউটের সমন্বয়ক সামন্ত লাল সেন। তিনি জানান, মারা যাওয়া শ্রমিকের নাম রিপন চন্দ্র মোহন্ত (৩০)। প্রায় ৫০ শতাংশ পোড়া নিয়ে তিনি মারা যান। আইসিইউতে থাকা বাকি দুজন- মোজাম্মেল হক (২২), নিলয় চন্দ্র বর্মণের (২৪) অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

এর আগে শনিবার সকালে দুলাল শেখ (৪৫) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়। দগ্ধ পাঁচজনের মধ্যে একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।
শুক্রবার ভোরে টঙ্গীর মিলগেট এলাকার এসএস স্টিল লিমিটেড

কারখানায় উত্তপ্ত তরল লোহা গলানোর সময় স্ফুলিঙ্গ ছিটকে দুলাল, রিপন, মোজাম্মেল, নিলয় ও আজহারুল নামে পাঁচ শ্রমিক দগ্ধ হন।

তাদের উদ্ধার করে প্রথমে টঙ্গী শহীদ আহসানউল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতাল এবং পরে শেখ হাসিনা বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইন্সটিটিউটে ভর্তি করা হয়। সুত্র-যুগান্তর

পৌর নির্বাচনে এককভাবে প্রার্থী চূড়ান্ত করবে বিএনপি

করোনাভাইরাসের মহামারীর মধ্যেই শুরু হচ্ছে তৃণমূলে নির্বাচনী হাওয়া। আগামী ডিসেম্বরে দুই শতাধিক পৌরসভায় নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকারসহ সব নির্বাচনে অংশ নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি।

জাতীয় সংসদের উপনির্বাচনের মতো স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয়ভাবে প্রার্থী চূড়ান্ত করবে দলটি। এক্ষেত্রে ২০ দলীয় জোট ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের মতামত নেয়ার সম্ভাবনা কম।

তবে ভোটের মাঠে জোটগতভাবে অংশ নেবে দলটি। ধানের শীষের প্রার্থীর পক্ষে সক্রিয়ভাবে কাজ করবে জোট ও ফ্রন্টের নেতারা।

এদিকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ নেয়ার ঘোষণার পর বিএনপির তৃণমূলে চাঙ্গাভাব সৃষ্টি হয়েছে। সম্ভাব্য প্রার্থীদের অনেকেই মাঠে নেমে পড়েছেন। করোনাভাইরাস উপেক্ষা করে দলীয় নেতাকর্মী ও স্থানীয় ভোটারদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় শুরু করেছেন তারা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ নানা উপায়ে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছেন। দলীয় মনোনয়ন পেতে অনেকে কেন্দ্রের সঙ্গেও যোগাযোগ শুরু করেছেন। কেন্দ্রীয়ভাবেও নির্বাচনের প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু করেছে।

সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে যারা ত্যাগী, তাদের ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়া হচ্ছে।

বিএনপির নীতিনির্ধারকরা বলেন, দেশের নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের কোনো আস্থা নেই। নির্বাচন প্রক্রিয়াটাকে সরকার ও নির্বাচন কমিশন নষ্ট করে দিয়েছে।

তাদের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। আগামী নির্বাচনেও অতীতের মতো কারচুপি হওয়ার জোর সম্ভাবনা রয়েছে। এমন আশঙ্কার পরও নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

সরকার ও নির্বাচন কমিশন কতটা নিচে নামতে পারে, তা জাতি দেখুক। এর পাশাপাশি স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নেতাকর্মীদের মধ্যেও একটা চাঙ্গাভাব তৈরি হবে। সাংগঠনিকভাবে দলে গতি আসবে। সবকিছু বিবেচনা করেই নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত।

জানতে চাইলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন যুগান্তরকে বলেন, গণতান্ত্রিক দল হিসেবে আমরা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

তবে সেটা দলীয় না জোটগতভাবে করব, সেই সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। নির্বাচন ঘনিয়ে আসার পর এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।

তিনি বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদের পাঁচটি আসনের উপনির্বাচনে আমরা দলীয়ভাবে অংশ নিচ্ছি। দলীয়ভাবে অংশ নিলেও ভোটের মাঠে জোট ও ফ্রন্টের শরিকদের যতটুকু সামর্থ্য আছে, তা নিয়ে তারা আমাদের প্রার্থীর পক্ষে মাঠে নামবে বলে আশা করি। সেজন্যই তো জোট ও ফ্রন্ট গঠন করা হয়েছে।

গত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জোটগতভাবে অংশ নেয় বিএনপি। ২০ দলীয় জোট ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের মধ্যে আসন ভাগাভাগি করে ভোটে অংশ নেয় দলটি। ওই নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোটের ভরাডুবি হয়।

নির্বাচনের পর থেকে জোট ও ফ্রন্টের মধ্যে কিছুটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়। বিএনপি জোট ও ফ্রন্টের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করার চেয়ে নিজ দলের দিকে বেশি নজর দেয়। সাংগঠনিকভাবে দলকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেয়া হয়।

শুধু তা-ই নয়, এককভাবে নির্বাচনেও অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় দলটি। দলীয়ভাবে দেয়া হয় প্রার্থী। ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনসহ উপনির্বাচনে এককভাবে প্রার্থী দেয়া হয়।

পৌরসভা নির্বাচনসহ স্থানীয় নির্বাচনগুলোয় অংশগ্রহণ করব। এসব নির্বাচনে দলীয়ভাবে প্রার্থী দেয়া হতে পারে। তবে কোথাও কোথাও জোটের শরিকদের শক্তিশালী প্রার্থী থাকলে সেখানে ছাড় দেয়া হতে পারে। প্রার্থী দলীয়ভাবে দেয়া হলেও ভোটের মাঠে জোটগতভাবে থাকব বলে আশা করি।

ডিসেম্বরে পৌর নির্বাচনের প্রস্তুতি ইসির: দেশের নির্বাচন উপযোগী দুই শতাধিক পৌরসভায় ডিসেম্বরের মধ্যে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে কমিশন সচিবালয়কে নির্দেশনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

কমিশনের ৬৮ ও ৬৭তম সভার কার্যবিবরণীতে এ নির্দেশনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর একদিনে সারা দেশে ভোট হলেও এবার একাধিক দিনে ভোটগ্রহণের চিন্তাভাবনা চলছে। সেক্ষেত্রে জানুয়ারিতেও নির্বাচন গড়াতে পারে।

পৌরসভাগুলোর তথ্য চেয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছে ইসি। করোনাভাইরাস সংক্রমণ সত্ত্বেও পৌরসভা নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহারের সিদ্ধান্ত রয়েছে কমিশনের।

অপরদিকে প্রায় সাড়ে চার হাজার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের দিনক্ষণ চূড়ান্ত না হলেও আগামী মার্চের শেষ বা এপ্রিল থেকে ভোটগ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে ইসির। এবারও কয়েক ধাপে ইউনিয়ন পরিষদে ভোটগ্রহণ হতে পারে। সুত্র-যুগান্তর